সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১৪৫

ভূমিকা (المقدمة)

পরিচ্ছেদঃ ১৯. যে ব্যক্তি ফাতওয়া প্রদানে ভয় পান এবং অধিক বাড়াবাড়ি করা ও বিদ’আত বা নতুন মত প্রবর্তন করাকে অপছন্দ করেন

بَابُ مَنْ هَابَ الْفُتْيَا وَكَرِهَ التَّنَطُّعَ وَالتَّبَدُّعَ

আরবী

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَقَبْضُهُ أَنْ يُذْهَبَ بِأَصْحَابِهِ، عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَطُّعَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَمُّقَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ

إسناده ضعيف لانقطاعه أبو قلابة لم يدرك ابن مسعود

বাংলা

১৪৫. আবী কিলাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইলম উঠিয়ে নেওয়ার পূর্বেই তোমরা তা অর্জন করবে। আর ইলম উঠে যাওয়া অর্থ হলো আহলে ইলম বা জ্ঞানীদের মৃত্যু হওয়া। তোমরা অবশ্যই ইলম অর্জন করবে। কেননা, তোমরা কেউ জানো না, কখন তোমার এ ইলমের প্রয়োজন হবে, অথবা কোন সময় তোমাদের নিকট রক্ষিত (এ ইলমের) প্রয়োজনীয়তা (অন্যদের নিকট) অনুভূত হবে। অচিরেই তোমরা এমন কিছু লোকের সাক্ষাৎ পাবে যাদের ধারণা, তারা তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকেই আহ্বান করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা একে (কিতাবকে) তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল ইলম অর্জন করা। আর তোমরা নতুন বিষয় উদ্ভাবন (বিদ’আত) থেকে বেঁচে থাকবে। তোমরা (দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের উপর) কঠোরতা আরোপ করা থেকে বেঁচে থাকবে, এবং কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ (চুলচেরা বিশ্লেষণ) থেকেও বেঁচে থাকবে। তোমাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল, প্রাচীনদের (সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সুন্নাতে সাহাবা)-কে আঁকড়ে থাকা।[1]

ফুটনোট

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ যয়ীফ। এতে ‘ইনক্বিতা’ (বিচ্ছিন্নতা) রয়েছে। আবী কিলাবাহ ইবনু মাসউদের সাক্ষাত পাননি।

তাখরীজ: ইবনু বাত্তাহ, আল ইবানাহ ১/৩২৪ নং ১৬৯; মা’মার, জামি’ নং ২০৪৬৫; তাবারাণী, আল কাবীর ৯/১৮৯ নং ৮৮৪৫; মারওয়াযী, আস সুন্নাহ নং ৮৫; লালিকাই, শারহু উসুলুল ই’তিকাদ নং ১০৮; ইবনু ওয়াদা, আল বিদ’আ, পৃ. ২৫;

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69456

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন